দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ 09 FEB 2007
পৃষ্ঠা ২০ কলাম ৩

টিআইবির গোলটেবিল বৈঠকে অভিমত

বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র-শিক্ষক রাজনীতি বন্ধ করতে হবে

॥ ইত্তেফাক রিপোর্ট ॥

ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি) আয়োজিত গোলটেবিল বৈঠকে বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষকরা বলেছেন, ছাত্র-শিক্ষকদের দলীয় লেজুড়ভিত্তিক রাজনীতি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর একাডেমিক চরিত্রকে ম্লান করে রাজনৈতিক চরিত্রকে উজ্জ্বল করে তুলেছে। এতে বিশ্ববিদ্যালয়ের একাডেমিক কার্যক্রম

(১৯শ পৃঃ ৫-এর কঃ দ্রঃ)

টিআইবির গোলটেবিল বৈঠকে অভিমত

(২০শ পৃঃ পর)

বিঘ্নিত হচ্ছে। শিক্ষকদের অনেকেই বিশ্ববিদ্যাল. রাজনীতি বন্ধ করার সুপারিশ করেছেন। তারা আরো বলেছেন, সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা ও নিয়ম-কানুন অনুসরণের পরিবর্তে অনিয়ম ও দুর্নীতি চর্চা হচ্ছে। দুর্নীতির কারণে বিশ্ববিদ্যালয়গুলো ধ্বংসের প্রান্তে উপনীত। গতকাল 'সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে দুর্নীতি ঃ স্বরূপ ও প্রতিকার' শীর্ষক গোলটেবিল বৈঠকে দেশের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকরা একথা বলেছেন। গোলটেবিল বৈঠকে বক্তারা ১৯৭৩ সালের বিশ্ববিদ্যালয় অধ্যাদেশের সংশোধনের সুপারিশ করেছেন।

টিআইবি চেয়ারম্যান অধ্যাপক মোজাফফর আহমেদের সভাপতিত্বে বক্তব্য রাখেন বুয়েটের ভিসি ইকবাল হাসান মাহমুদ, বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের (ইউজিসি)' চেয়ারম্যান এম আসাদুজ্জামান, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক ভিসি মোহাম্মদ আলী, টিআইবি'র ট্রাস্টি বোর্ডের সদস্য প্রফেসর খান সরোয়ার মোর্শেদ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রোভিসি আফম ইউসুফ হায়দার, সৈয়দ আনোয়ার হোসেন, ইমতিয়াজ আহমেদ, আমেনা মহসিন, সাদেকা হালিম, আশ্রিফ নজরুল প্রমুখ। এছাড়া উপস্থিত ছিলেন তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সাবেক উপদেষ্টা এম হাফিজ উদ্দিন খান, টিআইবি নির্বাহী পরিচালক ইফতেখার আহমেদ প্রমুখ। গোলটেবিল বৈঠকে গবেষণা প্রতিবেদন উপস্থাপন করেন চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ইয়াহ্ইয়া আখতার।

গবেষণা প্রতিবেদনে বলা হয়, ৭৪ শতাংশ ছাত্রছাত্রী, শিক্ষক ও অভিভাবক মনে করেন দলীয় লেজুড়ভিত্তিক রাজনীতির জন্য বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর একাডেমিক চরিত্র নষ্ট হচ্ছে। ৫৯ শতাংশ মনে করেন দলীয় লেজুড়ভিত্তিক ছাত্রশিক্ষক রাজনীতি বন্ধ করে দিলে ভালো হয়। ৬৯ শতাংশ মনে করেন দলীয় রাজনীতিতে সক্রিয় শিক্ষকরা সমমনা ছাত্রছাত্রীদের প্রতি পক্ষপাতিত্ব করেন। ৭৩ শতাংশ ছাত্র শিক্ষক অভিভাবক স্বীকার করেন কিছু ছাত্র নেতা চাঁদাবাজির সাথে জড়িত রয়েছেন এবং তাদের ৬২ শতাংশ মনে করেন ছাত্র নেতাদের চাঁদা না দিয়ে ঠিকাদারদের পক্ষে বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে নির্মাণ কাজ করা সম্ভব নয়। গবেষণা প্রতিবেদনে আরো বলা হয়, সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে ক্রমান্বয়ে দুর্নীতি বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং স্তিমিত হয়ে আসছে স্বচ্ছতা ও সুশাসন। বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে একাডেমিক, স্বচ্ছ ও দুর্নীতিমুক্ত প্রতিষ্ঠান হিসাবে গড়ে তুলতে সুপরিকল্পিত নীতি প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন দরকার।

ইউজিসি চেয়ারম্যান এম আসাদুজ্জামান বলেছেন, অপরাজনীতি আমাদের কুরে কুরে খাচ্ছে। বিশ্ববিদ্যালয়ে অবশ্যই রাজনীতি বন্ধ করতে হবে। ১৯৭৩ সালের বিশ্ববিদ্যালয় অধ্যাদেশের বড় দুর্বলতা ছিল শিক্ষক কর্মকর্তা কর্মচারীদের জবাবদিহিতার অভাব। স্বাধীনতাকে তারা লাইসেন্স মনে করেন। বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে অতিরিক্ত লোক নিয়োগ দেয়া হয়েছে। এতে অর্থের অপচয় হচ্ছে।

বুয়েটের ভিসি ইকবাল হাসান মাহমুদ বলেন, দাতাদের চাপে আশির দশকের শুরু থেকেই উচ্চ শিক্ষায় অর্থ বরাদ্দ কমে আসছে। অর্থ বরাদ্দ কমে যাওয়ায় বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে গবেষণাকর্ম কমে যাচ্ছে। শিক্ষকরা অন্যত্র মনোযোগ দিচ্ছেন।

প্রফেসর খান সরোয়ার মোর্শেদ বলেন, স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে সরকার বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে কুক্ষিগত করেছে। কেননা, বিশ্ববিদ্যালয়গুলো থেকেই মেধা বা রাজনীতির 'ক্ষমতা' তৈরি হয়। শিক্ষকদের যদি শিক্ষকতার পাশাপাশি অন্য প্রলোভন থাকে তবে তার বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক হওয়ার নৈতিক অধিকার নেই। আর্থিক অডিটের পাশাপাশি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর মেধার অডিটও হওয়া উচিত।

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক ভিসি মোহাম্মদ আলী বলেন, শিক্ষাঙ্গনের আজকের দুর্দশার জন্য ছাত্রশিক্ষক রাজনীতিই দায়ী। তাই ক্যাম্পাসে ছাত্রশিক্ষক রাজনীতি বন্ধ করে দেয়া উচিত। বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য নিয়োগ পদ্ধতিও পরিবর্তন করতে হবে। সিন্ডিকেটে অভিভাবক প্রতিনিধিত্ব থাকতে হবে।

বক্তারা আরো বলেছেন, বর্তমানে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে নীতি ও নৈতিকতার পতন হয়েছে। যে শিক্ষক চরিত্রবান মানুষ বানায় না সেই